07 JUL 2010

তারিখ: 07.JUL.2010
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

স্কুলে টিফিন পাবে ৩২ লাখ শিশু

সব শিশুকে কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনা

■ নিজামুল হক

বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ ও শিশুদের স্কুলমুখী করার লক্ষ্যে দেশের ৩২ লাখ শিশুকে স্কুলে দুপুরে টিফিন দেয়ার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সরকার। দুইটি প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এ খাতে দাতাগোষ্ঠী ও বাংলাদেশের সরকারের ব্যয় হবে ১ হাজার ৩শ' কোটি টাকা। আগামী ২/১ মাসের মধ্যে স্কুল টিফিন হিসাবে বিস্কুট

▶ এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

স্কুলে টিফিন পাবে

২০ পৃষ্ঠার পর

বিতরণ করা হবে। এছাড়া সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের সব স্কুল শিশুকে পর্যায়ক্রমে টিফিন কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। বিস্কুট ছাড়া স্থানীয়ভাবে অন্য কোন খাবার দুপুরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেয়া যায় কিনা তা এ কর্মসূচি চলাকালে যাচাই করা হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, অভিভাবক ও স্কুল কমিটির মাধ্যমে খাবার বিতরণ বা সমন্বয়ের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। এ জন্য সরকারের বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে। আর এ অর্থের উৎসের সন্ধানে সরকার বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা শুরু করেছে। দাতাগোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি ডোনার্স ফোরাম গঠনেরও পরিকল্পনা রয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

সূত্র জানায়, আগামী ২/১ মাসের মধ্যেই দেশের দারিদ্র্যপীড়িত ১১০টি উপজেলার মধ্যে ৮৪টি উপজেলার ৩০ লাখ শিশুকে স্কুল টিফিন দেয়া হবে। টিফিন হিসাবে শিশুরা পাবে ৭৫ গ্রাম উচ্চমানের পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট। তিন বছরের জন্য এতে ব্যয় হবে ১ হাজার ১শ' ৪৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার যোগান দেবে ৭শ' কোটি টাকার বেশি। ৮৪টি উপজেলার মধ্যে ৫০টি সরকারি অর্থায়নে এবং বাকি ৩৪টি উপজেলা ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের আওতায় পরিচালিত হবে।

এছাড়াও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ১০টি জেলার ১০টি উপজেলায় বিস্কুট বিতরণ শুরু করবে। আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে এ কার্যক্রম শুরু হবে। দশটি জেলার দশটি উপজেলা হলো- পটুয়াখালির দশমিনা, যশোরের ঝিকরগাছা, পাবনার বেড়া, জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ, নেত্রকোনার কলমাকান্দা, লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা, সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা, হবিগঞ্জের লাখাই, লক্ষ্মীপুরের রামগতি এবং কক্সবাজারের মহেশখালি। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ২ লাখ শিশুকে দুপুরে টিফিন হিসাবে বিস্কুট দেয়া হবে।

প্রকল্প পরিচালক মজিবর রহমান জানান, এ খাবারের পুষ্টি উপাদান যথেষ্ট। এটা খেলে শিশুদের ক্ষুধা দূর হবে। এটি উন্নত দেশে একটি পরীক্ষিত খাদ্য। আমাদের দেশের কোন কোম্পানির বিস্কুটে এ উপাদান নেই। এ বিস্কুট পেতে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। আগামী ২০১৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে বলে তিনি জানান। এ কর্মসূচিতে ব্যয় হবে ১০২ কোটি টাকা।

বর্তমানে কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, কিশোরগঞ্জ ও তিন পার্বত্য জেলার ৪ হাজার ২৯৪টি স্কুলে ৬ লাখ শিশু এ সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া সিডর বিধ্বস্ত এলাকার ৫টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে সব মিলিয়ে বর্তমানে বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে ৭ হাজার স্কুলের ১০ লাখ শিশুকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

সূত্র জানায়, স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সরকার রাজধানীর প্রাথমিক স্তরের ৮০ হাজার শিক্ষার্থীকে স্কুল চলাকালে পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট দেয়া হচ্ছে। ডেমরা, মতিঝিল, ধানমন্ডি, মিরপুর, [illegible] দরিদ্র অভিভাবকের সন্তানদের মাঝে এ বিস্কুট বিতরণ করা হচ্ছে। সরকারি, বেসরকারি এবং এনজিও পরিচালিত ৬১৮টি স্কুলকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী স্কুল বয়স উপযোগী ৯ ভাগ শিশু এখনো স্কুলে যাচ্ছে না এবং প্রাথমিক স্কুল শেষ করার পূর্বেই ৪৮ ভাগ শিশু ঝরে পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষার এই বাধা দূরীকরণে স্কুল টিফিন একটি অন্যতম উপকরণ হতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।